দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 JUN 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

২৯৫

৪

শিক্ষাবিস্তার ও গণতন্ত্র

এ মাসের প্রথম সপ্তাহজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে 'শিক্ষা সপ্তাহ-৯১' উদযাপিত হচ্ছে। 'শিক্ষা সপ্তাহ-৯১' প্রথম উদযাপন করা হয় জেলা পর্যায়ে গত মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

এ বছরের শিক্ষা সপ্তাহের মূল বক্তব্য 'শিক্ষা ও গণতন্ত্র'। শিক্ষা সপ্তাহের অন্য যেসব কর্মসূচী থাকে তার আনুষঙ্গিকভাবে এই মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা, বক্তৃতা ও লেখালেখির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এবারেও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিজ্ঞজনেরা সভা-সমিতি-সেমিনারে তাদের বক্তব্য পেশ করছেন। এই শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা পয়সা খরচ করেছে। শিক্ষক, ছাত্র ও সুধীজন ব্যয় করেছেন তাদের মূল্যবান সময়। সবার আশা, শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। এবার আবার শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্র জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

দেশে শিক্ষার বিস্তার না হলে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ সৃষ্টি হয় না। জনসাধারণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ সচেতনভাবে হয় না। এসব নিয়ে অনেক বড় বড় কথাই আমরা শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষাদরদীদের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি। আবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের নৈরাশ্যজনক চিত্রও চারদিকে দেখতে পাচ্ছি। এর অনেকগুলোই আবার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অগ্রাধিকার বেছে নেয়ার মতো কৃতকর্মের ফল। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেল, বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ যদিও গ্রামে বাস করে, শিক্ষাখাতে সরকারী বরাদ্দের ৭০ শতাংশ ব্যয় করা হয় শহরাঞ্চলে। তেলে মাথায় তেল পড়ে।

গ্রামাঞ্চলের ৮৫ শতাংশ মহিলাই লিখতে পড়তে পারে না। নারী শিক্ষার প্রসার না হলে জন্মহার কমানো যাবে না। টিপসই দিয়ে মার্কা দেখে ভোট দেয়া কমবে না।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নানা কথা শোনা যায়। অথচ তার জন্য নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তো অনেক দূরের ব্যাপার। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দৈন্যদশার দিকেও নজর দেয়া হয় না। নানা অছিলায় বিদেশী সংস্থার কাছে শিক্ষার জন্য হাত পাততে কর্মকর্তারা বড়ই তৎপর। কিন্তু খরচ আর যেখানেই হোক শিক্ষাবিস্তারের জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে করা হয় না। ভবিষ্যত প্রজন্মের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ হবে কি করে?

আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসূচী গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ ও মুক্তবুদ্ধি বিকাশের জন্য কতটা সহায়ক তাও ভেবে দেখতে হবে। তোতাপাখীর মতো মুখস্থ করিয়ে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের। পরীক্ষায় কি করে পাস করা যায়, কি করে ভাল নম্বর পাওয়া যায় শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, অভিভাবক এবং এমনকি টেলিভিশনের বক্তারাও তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষাদানের কোন চেষ্টা নেই। মুক্তবুদ্ধি বিকাশের কোন প্রচেষ্টা নেই। গণতান্ত্রিক চেতনা তো আকাশ থেকে পড়বে না।

শিক্ষাসূচীতে দেশের যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাও গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির সহায়ক নয়। ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়েই দায় সারা হয়। নিজেদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা দেয়া হয় না। নিকট-অতীতের অসম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে। উহ্য থাকছে অনেক কিছু। কঠোর সত্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয় না। ইতিহাসবোধ ছাড়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় না। গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর শ্রদ্ধা আসে না। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের চর্চা নেই। শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্রের শিক্ষা পাবে কোথেকে?

স্বৈরশাসনের সময় সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের জন্য মায়াকান্নার প্রসার ঘটেছিল। গণতন্ত্র পুনর্বাসনের কাজ আমাদের দেশে শুরু হয়েছে। আমরা যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে না পারি তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রায় আমরা কোনদিনই পৌঁছতে পারব না। আমরা আশা করব, এই শিক্ষা সপ্তাহে শুধুমাত্র জনসাধারণ নয়, নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যেও এই চেতনার সৃষ্টি হবে এবং তাদের নানা সিদ্ধান্তে সেই চেতনা প্রতিফলিত হবে।